[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

অনুষ্ঠানে শহীদ পুলিশ সদস্যদের পরিবারের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) শিকদার মো. হাসান ইমাম এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) ফয়সাল মাহমুদ।

এ সময় কর্মকর্তারা বলেন, দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে যেসব পুলিশ সদস্য কর্তব্যরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের অবদান জাতি সবসময় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। শহীদ পুলিশ সদস্যদের পরিবারকে বাংলাদেশ পুলিশ সবসময় পাশে থাকবে বলেও তারা আশ্বাস দেন।

জেলার সাতজন শহীদ পুলিশ সদস্যের পরিবারের কাছে ঈদের শুভেচ্ছা বার্তাসহ খাদ্যসামগ্রী ও উপহার তুলে দেওয়া হয়।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে মাদকসহ একজন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ২৮ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত রবিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে অভিযান চালিয়ে তুষার হোসেন (৩২) নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মো. জাহাঙ্গীর হোসেন মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পের সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ক্যাম্প এলাকায় মাদকদ্রব্য উদ্ধারে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান চলাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাধীন জেহালা পুকুরপাড় এলাকায় মো. শহিদুল ইসলামের ফার্নিচার দোকানের সামনে কাঁচা রাস্তা থেকে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় হাফিজুর রহমানের ছেলে মো. তুষার হোসেনকে মাদকসহ গ্রেফতার করা হয়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের গড়চাপড়া গ্রামের বাসিন্দা তুষার হোসেন এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী। তার কাছ থেকে ২৮ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) ধারার সারণির ২৯(ক) অনুযায়ী মামলা রুজু করে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় উদ্ধারকৃত ২৮ মোবাইল মালিকদের ফিরিয়ে দিল পুলিশ

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল কর্তৃক হারানো মোবাইল ফোন ও মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে সংঘটিত প্রতারণার অর্থ উদ্ধার পূর্বক ভুক্তভোগীদের মাঝে আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সোমবার দুপুর বারোটায় পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে হারানো মোবাইল ফোন এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে সংঘটিত প্রতারণার অর্থ উদ্ধার পূর্বক ভুক্তভোগীদের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

স্মার্ট ফোন ও নগদ অর্থ ভুক্তভোগীদের মাঝে হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম।

এ সময় তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে সাইবার অপরাধও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ধরনের অপরাধ দমনে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সর্বদা সতর্ক ও তৎপর রয়েছে। তিনি জনগণকে মোবাইল ফোন ও মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন থাকার আহ্বান জানান এবং কোনো ধরনের প্রতারণার শিকার হলে দ্রুত নিকটস্থ থানায় অথবা জেলা পুলিশের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ করেন।

সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে যাওয়া

মোবাইল ফোন এবং বিকাশ, নগদ ও রকেটসহ বিভিন্ন মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে সংঘটিত প্রতারণার ঘটনায় হাতিয়ে নেওয়া অর্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এ সময় বিভিন্ন মডেলের মোট ২৮ (আটাশ)টি স্মার্টফোন এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে প্রতারণার শিকার হয়ে খোয়া যাওয়া ১,১৯,০০০/- (এক লক্ষ উনিশ হাজার) টাকা উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের এই উদ্যোগে সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তি ও আস্থার বার্তা পৌঁছেছে। পুলিশ সুপার ভুক্তভোগীদের ধৈর্য ও সহযোগিতার প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও যেকোনো অপরাধের বিষয়ে দ্রুত পুলিশকে অবহিত করার আহ্বান জানান।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মিনহাজ-উল-ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) জামাল আল নাসের, জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ মশিয়ার রহমান, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের ইনচার্জ মোহাম্মদ সামসুদ্দোহা সহ সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলে কর্মরত অন্যান্য অফিসারবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে চোরাই মোটরসহ চোর আটক

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে চোরাই পানির মোটর উদ্ধারসহ এক চোরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌরসভার এক্সচেঞ্জপাড়ার ইসরাফিল হোসেনের বাসায় গত রবিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে অজ্ঞাতনামা চোরচক্র বাড়ির সীমানা প্রাচীর টপকে টিউবওয়েলের সঙ্গে লাগানো গাজী কোম্পানির এক হর্সপাওয়ারের একটি মোটর চুরি করে নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় এক্সচেঞ্জপাড়ার রিন্টু হোসেনের ভাড়াটিয়া, খাসকররা গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে মো. ইসরাফিল হোসেন (৩৩) বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করেন।

এজাহারের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিরস্ত্র) মো. হাবিবুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। গত ২ মার্চ রাত আনুমানিক ২টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের এক্সচেঞ্জপাড়ায় মো. বসির আহম্মেদের বসতবাড়ির সামনে ইটের রাস্তা থেকে মামলার আসামি গোবিন্দপুর গ্রামের আবেদ আলীর ছেলে শওনকে (৩০) চুরি যাওয়া পানির মোটরসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে মাদকসহ একজন গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ২০ (বিশ) পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেটসহ একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নি.) মোঃ হাবিবুর রহমান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।

গত রবিবার রাত ৮টার দিকে আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের বাদেমাজু গ্রামের মোঃ রবিউল ইসলামের বসতবাড়ির সামনে পাকা রাস্তার ওপর থেকে রিয়াজ মালিথার ছেলে মোঃ রাজিব মালিথাকে (২৭) ২০ পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত আসামি রাজিবের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ, পুলিশের আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার খানপাড়া মহল্লাবাসী বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ ও মিছিল করেছেন। বুধবার বেলা ১১টার দিকে স্বল্প সময়ের জন্য এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

বিচারের দাবিতে এলাকাবাসী দামুড়হুদা চৌরাস্তার মোড়ে অবস্থান নিয়ে সড়কে বসে পড়েন। এসময় তারা ব্যানার ও মাইকিংসহ মিছিল করেন। হঠাৎ সড়ক অবরোধের ফলে কিছু সময়ের জন্য যানজটের সৃষ্টি হলেও পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে।

সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করার আশ্বাস দেন। পুলিশের আশ্বাসে আন্দোলনকারীরা অবরোধ তুলে নিয়ে নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরে যান। স্থানীয়দের মতে, পুলিশের দক্ষতা ও মার্জিত আচরণের কারণে কোনো আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটেনি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি মোবাইল ফোন ভাঙাকে কেন্দ্র করে অর্থ দাবি এবং তা নিয়ে বিরোধের জেরে হামলা-পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে চুয়াডাঙ্গা থেকে মোটরসাইকেলে কয়েকজন যুবক দামুড়হুদার খানপাড়া এলাকার একটি বাড়িতে ঢুকে সাজু ও রাজু নামে দুই ভাইকে কুপিয়ে জখম করে। তাদের চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে অভিযুক্তরা পালানোর চেষ্টা করে। এসময় এলাকাবাসী একজনকে আটক করে গণপিটুনি দেয়।

পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত সার্জিক্যাল চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় রেফার করেন। পরবর্তীতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত সোমবার সকালে তিনি মারা যান।

এ ঘটনায় গুরুতর আহত রাজু ও সাজুর পিতা বাবুল মিয়া বাদী হয়ে গত ২২ ফেব্রুয়ারি দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায়

৭ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ১০-১২ জনকে আসামি করা হয়েছে।

এলাকাবাসীর দাবি, বাইরে থেকে এসে স্থানীয়দের ওপর এলোপাতাড়ি হামলা অত্যন্ত নিন্দনীয়। দ্রুত আসামিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ওসি শেখ মেসবাহ উদ্দিন জানান, মামলার আসামিদের গ্রেপ্তারে জোর তৎপরতা চালানো হচ্ছে। তারা বর্তমানে এলাকায় নেই। খুব দ্রুত তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। এ বিষয়ে পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে। পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা

মেহেরপুর জেলা পুলিশের আয়োজনে মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে পুলিশ লাইন্স ড্রিল শেডে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়। কল্যাণ সভায় জেলা পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত সমস্যার বিষয়গুলো পুলিশ সুপারের কাছে তুলে ধরেন।

পুলিশ সুপার তাৎক্ষণিকভাবে কয়েকটি সমস্যার সমাধান করেন এবং অন্যান্য বিষয় দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় তিনি উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনে সততা, শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। এছাড়া জেলা থেকে বিভিন্ন সময়ে পিআরএল (অবসরোত্তর ছুটি) গমনকারী পুলিশ সদস্যদের বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ), অতিরিক্ত পুলিশ

সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল)সহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

৩০ বছর আগে পুলিশের গুলিতে নিহত আলতামতির সন্তানদের খোঁজ রাখেনা কেউ !

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রয়ারী ৬ষ্ট জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভাতুড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র থেকে পুলিশের গুলিতে রেহেনা আক্তার আলতামতি নিহত হয়। তিনি ছিলেন একজন সদালাপী, ধর্মভিরু গৃহবধু।

৫বছরের ছেলেকে খুজতে গিয়ে গুলিতে পুলিশের গুলিতে বুক ঝাজরা করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন তিনি। মৃত্যুর ৩০ বছর পার হয়ে গেলেও এখনো তার পরিবার বিচার পায়নি। এতিম দুই সন্তান রিপন ও শিপনকে কেউ পুর্নবাসিত করতে এগিয়েও আসেনি। খুবই দুঃখ কষ্টের মধ্যে চলছে তাদের সংসার।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভাতুড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী পুলিশের গুলিতে নিহত হন আলতামতি। তিনি ওই গ্রামের মৃত আব্দুর রহমান বিশ্বাসের মেয়ে। এতিম দুই শিশুকে মানুষ করতে ১৯৯৮ সালের দিকে তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী কিছু আর্থিক অনুদান দেন।

তারপর দীর্ঘ দিন পার হয়ে গেলেও আর কেউ খোঁজ খবর নেয়নি। ইতি মধ্যে দীর্ঘ ৩০বছর পার হয়ে গেছে। আলতামতির দুই সন্তান এখন অনেক বড় হয়েছে। তারা বেশি লেখাপড়াও শিখতে পারেনি। এখন তারা পরের দোকানে কাজ করে অন্যের জমি বর্গা নিয়ে সংসার চালায়। আলতামতির মৃত্যুর সময় বড় ছেলে রিপনের বয়স ছিল সাড়ে ৪ বছর আর ছোট ছেলে শিপনের বয়স ৩ মাস।

রিপনের বয়স এখন ৩৫ বছর। কিন্তু মেলেনি কোন সরকারী চাকরী বা সহযোগীতা আর ২৯ বছর বয়সী শিপন আলী এইচএসসি পাশ করার পর অর্থাভাবে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি এখন অন্যের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ করে সংসার চালায়।

আলতামতির বড় ছেলে রিপন জানান, তার মা মারা যাওয়ার পরে ২/৩ বছর যাবৎ মামাদের উদ্যোগে আমার মায়ের মৃত্যু বার্ষিকী পালন করতেন। এখন আর কেউ পালন করে না। তিনি আরো জানান দীর্ঘ সময় অতিবাহীত হলেও সরকারি কোন সুযোগ সুবিধা আমরা পায়নি।

আলতামতির দুই সন্তান ও স্বজনরা তাদের সরকারী সহায়তাসহ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য বিএনপির চেয়ারম্যান আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।

ঝিনাইদহ-৪ আসনে আবারো স্বতন্ত্র প্রার্থীর অফিসে হামলা-ভাংচুর, আহত ৬; পুলিশের নিরবতা

ঝিনাইদহ-৪(কালীগঞ্জ ও সদরের আংশিক) আসনে একের পর এক স্বতন্ত্র প্রার্থী কাপ-পিরিচ প্রতিকের সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নির্বাচনী অফিস ও সমর্থকদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাংচুর করা হচ্ছে। ঘটনাটি নির্বাচনী আচরণ বিধির মধ্যে পড়লেও পুলিশের নিরব ভুমিকা পালনের অভিযোগ উঠেছে।

ভুক্তভোগী স্বতন্ত্র প্রার্থী ও তার সমর্থকেরা সবার প্রতি সমান সুযোগ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। গত শনিবার সন্ধ্যায় নলডাঙ্গায় বাজারে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের অফিস ভাংচুর করা হয়। এ সময় অফিসে থাকা ৫নং ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বার ও ফিরোজের কর্মী ওয়াজ্জেদ এবং তার ছেলে বাদশা ও আহাদ,ঘড়াশুনি গ্রামের রাজ্জাকের ছেলে শামীম ও শ্রীমন্তপুর গ্রামের আয়নালের ছেলে জনিকে